মুজিবনগরে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মাসিক সম্বনয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এ সমন্বয় সভা অনু্ষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ,দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল প্রমুখ। এ সময় উপজেলার সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
-মুজিবনগর অফিস

মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্বা দাউদ আলীর লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্বা দাউদ আলীর লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে। তার মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোক প্রকাশ করেছেন মুজিবনগর উপজেলার সকল মুক্তিযোদ্বারা।

মঙ্গলবার বিকাল ৪ টায় উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গাজিমতলা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গ্রাম্য কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। এ সময় পুলিশের একটি চৌকষ দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এসময় বিহগলে করুণ সুর বেজে উঠে। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন।

এসময় মুজিবনগর থানার ওসি আবদুল হাসেম, বাগোয়ান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুল জলিল, সাবেক ইউনিয়ন কমান্ডার আহসান আলী, ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক, আফজাল হোসেন সহ আরও অনেকে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা দাউদ আলী (৭৫) মঙ্গলবার সকাল ৭টা ১০ মিনিটে নিজ বাড়িতে ষ্ট্রোকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদীন যাবৎ অসুস্থ্য থাকার পরে মৃত্যুবরণ করেন । মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৩ ছেলে, ১ মেয়েসহ অসংখ্য গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন।

-মুজিবনগর অফিস

প্রকাশ্যে ঘুরলেও আসামীরা অধরা

!

ছাত্রলীগ নেতা তুষার ইমরান হত্যা চেষ্টার ৬ দিন পার হলেও আটক হয়নি কেউই। এলাকাবাসীর অভিযোগ আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশের ধরা ছোয়ার বাইরে । একজন ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যা চেষ্টার আসামীরা কিভাবে প্রকাশ্যে ঘুরতে পারে এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে জনমনে।

এ বিষয়ে ছাত্রলীগ নেতা তুষারের পিতা মুকুল আলী অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে দির্ঘদিন জড়িত। গত ৩০ সেপ্টেম্বর আশিক ও তার ক্যাডার বাহীনি দিয়ে আমার ছেলে উপর হত্যা চেষ্টা চালায়। এতে সে মারাত্বক জখম হয়ে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। আওয়ামীলীগ সরকার ক্মষতায় থাকার পরও আমার ছেলে হত্যা চেষ্টার আসামীরা এখনো কেউ আটক হয়নি। এটা আমার কাছে খভুব দুঃখজনক। আজ ৬ দিন পেরিয়ে গেলো, কেউ আটক নেই অথচ আসামীরা দিব্বি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ও মুজিবনগর কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তুষার ইমরানকে কলেজ গেটের সামনে গত ৩০ সেপ্টেম্রব আশিকসহ কয়েকজন মিলে হত্যা চেষ্টায় চালায়। এতে

সে প্রানে বেচে গেলেও ক্ষতবিক্ষত হয় পুরো শরীর এবং তার মাথায় দেওয়া হয় বিশটি শেলাই।

এ ঘটনায় তুষার নিজেই বাদী হয়ে গত বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। আশিক কে প্রধান করে মোট ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দয়ের করা হয়। মামলার অন্য আসামীরা হলো , লিজন ,লিমন , শাকিরুল , অনিক , বান্না , সাব্বির ।

মামলার বিবরণীতে তুষার বলেন, আসামীগণ অত্যন্ত , দুর্র্ধষ , দাঙ্গাবাজ , খুনী প্রকৃতির ব্যক্তি। আসামীদের সাথে আমার তার পূর্বের বিরোধ রহিয়াছে। ঘটনার তারিখে ও সময়ে আমি মুজিবনগর সরকারি কলেজের সামনে গেলে আসামীরা ষড়যন্ত্রমূলক পূর্ব পরিকল্পিত ও দলবদ্ধ ভাবে ঘটনাস্থলে এসে অতর্কিত আমাকে একা পেয়ে ১নং আসামী গালাগালি করতে থাকে। আমি প্রতিবাদ করলে ১নং আসামী সকল আসামীকে ডাক দিলে অন্যান্য আসামী হাতে রামদা , হাসুয়া , লোহার রড , বাঁশের লাঠি ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্র হাতে ছুটে এসে আমাকে এলোপাথাড়ী মারপিট করিতে শুরু করে। ১নং আসামী অন্য আসামীর নিকট হইতে সরবরাহকৃত রামদা দিয়ে আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া আমাকে খুন করার উদ্দেশ্যে কোপ মারিলে উক্ত কোপ আমার মাথার চাঁন্দির উপর লাগিয়া মারাত্বক রক্তাক্ত জখম হয়। ২নং আসামী আমাকে খুন করার উদ্দেশ্যে তার হাতে থাকা হাসুয়া দ্বারা আমার ঘাড়ে পিছন হইতে কোপ মারিলে উক্ত কোপ আমার মাথার পিছনে লাগিয়া কেটে রক্তাক্ত গুরুতর জখম হয়। ৩নং আসামী আমাকে খুন করার উদ্দেশ্যে তার হাতে থাকা ধারালো হাসুয়া দ্বারা আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া কোপ মারিলে উক্ত কোপ মাথার পিছনে লাগিয়া মারাত্বক কেটে রক্তাক্ত জখম করে। ৪নং আসামী তার হাতে থাকা ছিপদা দ্বারা আমার বাম পায়ে হাটুর নিচে কোপ মারিয়া হক কাটা রক্তাক্ত জখম হয়। আমি মাটিতে পড়িয়া গেলে ৫-৭নং আসামীরা তাদের হাতে থাকা বাশের লাঠি দ্বারা ফোলা , ছেচা , কালশিরা জখম করে এবং সকল আসামীরা আমাকে উপর্যুক্ত ভাবে কুপাইয়া আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্বক জখম কারিয়া দেয়। ধারালো অস্ত্রের আঘাত আমার মাথায় ২০ (বিশ) টি সেলাই হয় এবং আমার সারা শরীরে কালশিরা ফোলা দাগযুক্ত জখম হয়। সাক্ষীরা ঠেকাইতে আসিলে আসামীরা তাদেরকেও এলোপাতাড়ী মারপিট করে। আমি নিথর হইয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিলে আসামীরা চলিয়া যায়। আসামীগের তান্ডবের ফলে এবং তাদের হাতে ধরালো অস্ত্র থাকার কারনে এলাকার লোকজন আসামীদের সামনে আসতে সাহস পায় না। আসামিরা চালে গেলে তারা উদ্ধার করিয়া

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। আমি এখনও হাসপাতালে ভর্তি থাকিয়া চিকিৎসাররত আছি।

এ বিষয়ে মামলার দায়িত্ব প্রাপ্ত এসআই মোস্তফা বলেন, আসামী আটকের অভিযান অব্যাহত আছে। আমরা আশা করছি সব আসামীদের দ্রুত আটক করা হবে।

মুজিবনগরে যথাযথ মর্যাদায় জন্ম নিবন্ধন দিবস পালিত

মেহেরপুর মুজিবনগর র্যালী ও আলোচনাসভার মধ্যে দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় জন্মনিবন্ধন দিবস পালিত হয়েছে।
রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর নেতৃত্বে জন্মনিবন্ধন দিবসের একটি র্যালী বের হয়। উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে শুরু হয়ে র্যালীটি শহরের প্রধান প্রাধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে একই স্থানে এসে এসে শেষ হয়।
এ সময় উপজেলা উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খাঁন,উপজেলা ভাইস চেয়ারমান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,উপজেলা এলজিডি ইন্জিনিয়ার শাহীন আক্তার,উপজেলা আনসার ভিডিবি কর্মকর্তা জুয়েল আহম্মেদ, উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার প্রমুখ উক্ত র্যালীতে অংশ গ্রহন করে।
র্যালী শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর সভাপতিত্বে পরিষদ মিলনায়তনে জন্মনিবন্ধন দিবসের আলোচনা
সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এমপি/ মুজিবনগর প্রতিনিধি

পুলিশের তৎপরতায় পরিবারে ফিরলো সাইফুল

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের রনজিৎ আলী শেখ এর ছেলে সাইফুল ইসলাম(৩৩)। মুজিবনগর থানা পুলিশের তৎপরতায় সাইফুল ইসলামকে ফিরে পেল তার পরিবার।

গরীব পরিেবোরর কষ্ট ঘুচানোর জন্যে ২০১৭ সালে ঢাকার ইউনিক কোম্পানির মাধ্যেমে চুক্তি ভিত্তিক ২ বছরের ভিসা নিয়ে চাকরির জন্য ইরাকে যায় সাইফুল। সেখানে হানুয়া নামের একটি কোম্পানিতে চাকরি শুরু করে। যা বেতন পেত তাই দিয়ে বেশ চলতো তাদের। ভেবেছিলো তাদের দুঃখটা হয়তো বা এ বার মোচন করতে পারবে সাইফুল। কিন্তু এ আশা তার আর পূরন হলো না। কষ্ট কষ্টই থেকে গেলো। ২০১৯ সালের দিকে ভিসার মেয়াদ শেষ হবার পর শুর হলো জিবন মরনের প্রশ্ন।

সাইফুল আরেকটি চাকরির জন্যে পরে গেলো ইরাকের কিছু অসাধু দালালের চক্ররে। উন্নত চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে হানুয়া কোম্পানি থেকে চলে আসতে বলে সাইফুলকে। দালাদের কথায় উন্নত চাকরির আশায় অবুঝের মত হানুয়া কোম্পানি থেকে চলে আসে সাইফুল। পরে সাইফুল দালালদের কাছে আসলে তারা সাইফুলকে ইরাকে তাদের গোপন স্থানে আটকে রাখে। শুরু হয় তার প্রতি চরম নির্যাতন। সাইফুলের মুক্তিপনের জন্যে তার বাবা মার কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। টাকা পাঠানোর জন্য ফরিদপুর জেলার, নগরগান্দা উপজেলার চুকাইল গ্রামের আব্দুল্লা ব্যাপারি নামের এক বিকাশ এজেন্ট মালিকের কাছ থেকে ৫ টি বিকাশ নাম্বার সাইফুলের পরিবারের কাছে দিয়ে বিভিন্ন ধাপে টাকা পাঠাতে বলে। ছেলেকে বাঁচানোর জন্য তাদের কথা মত ৬৫ হাজার টাকা বিকাশ করে সাইফুলের পরিবার। কিন্তু এতেও তাদের দাবি পূরণ হয়নি। তাদের কাছে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিতে থাকে দালাল চক্রের সদস্যরা। পুরো টাকা না দিলে সাইফুলকে খুন করে ফেলবে। পরে সাইফুলের পরিবার আর কোন পথ খুজে না পেয়ে চলে আসে মুজিবনগর থানায়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের কাছে বিষয়টা খুলে বলেন। সাইফুলের পরিবারের এমন করুন কাহিনি শোনার পর মুজিবনগর থানায় একটি মামলা নিয়ে নেন। মামলা পর শুরু করে পুলিশের তৎপরতা।

দীর্ঘদিন ধরে তাদের অভিযান চালানোর পর বাহির করেন ৫টি বিকাশ

মোবাইল নাম্বারের এজেন্ট মালিককে। জানতে পারেন এজেন্ট মালিক আসামির বাসা ফরিদপুর জেলায়। পরে পুলিশ চলে যায় সেখানে। জানতে পারেন আসল কাহিনি। খোজ চালানো শুরু করেন ইরাকে। দালাল চক্রের সদস্যেরা সকল ঘটনা জানতে পেরে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্যে সাইফুলকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পরে এ দিকে পুলিশ আসামি ফরিদপুর জেলার, নগরকান্দা উপজেলার চুকাইল গ্রামের আব্দুল ব্যাপারিকে গ্রেপ্তার করেন। এ দিকে সাইফুলকে উদ্ধার করে পুলিশী হেফাজতে নেয় ইরাকি পুলিশ। পরে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ দিকে সাইফুল বাংলাদেশে পৌছালে গতকাল বুধবার সকালে তাকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাশেম জানান, সাইফুলের বাবা-মায়ের কাছে থেকে ঘটনা জানার পর থেকে তৎপরতা চালিয়ে সাইফুল কে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

মেপ্র/ মুজিবনগর প্রতিনিধি